



山子

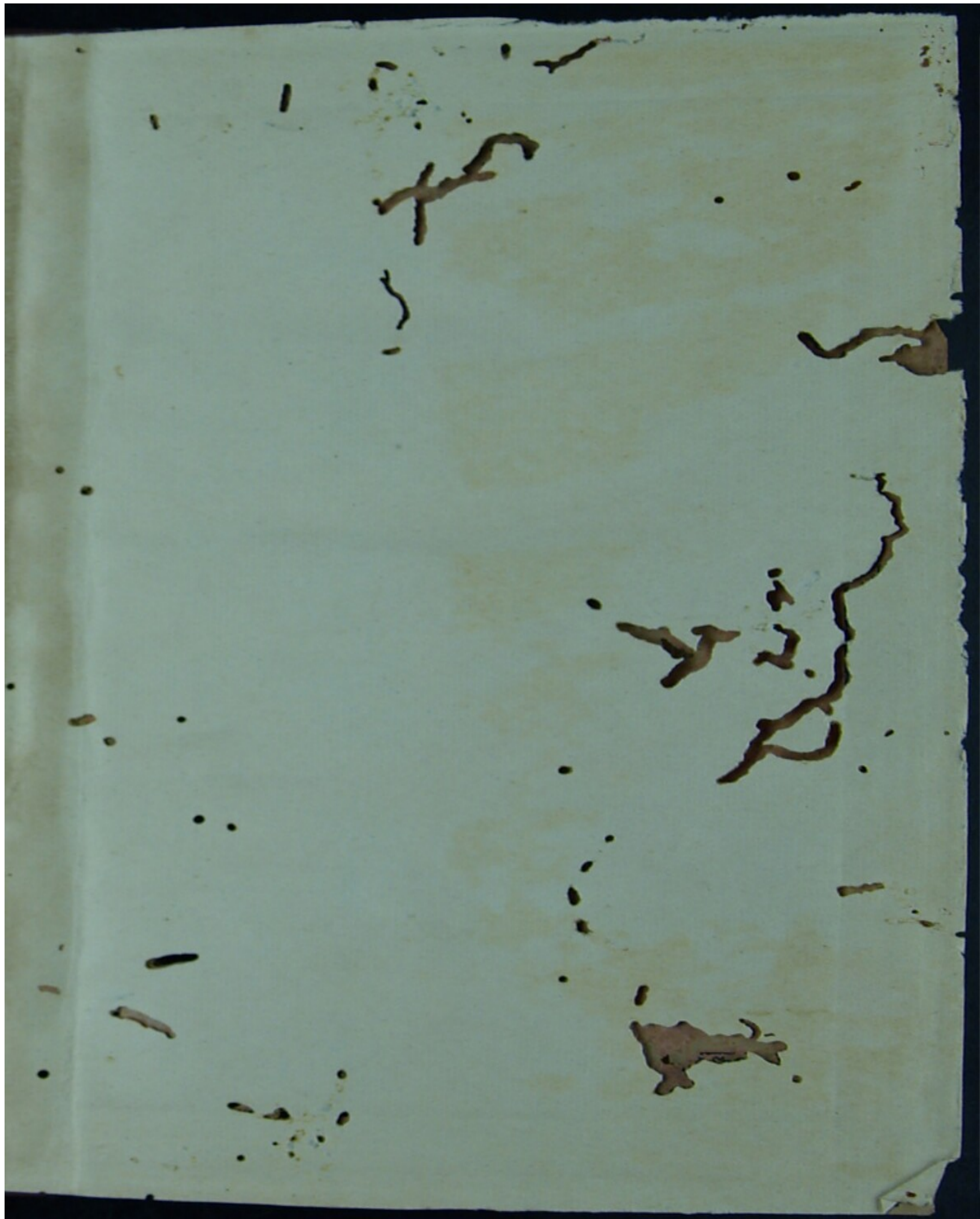
子

子

子

子

子





X
খনার বচন ।

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী

১১০ নং অপর চিৎপুর রোড
কলিকাতা ।

মূল্য ১২/০ ছয় আনা ।



খনার-বচন ।

২
বা

জ্যোতিষ সংগ্রহ ।

—:~:—

(খনার-বচন ও তদর্থ এবং তৎ জীবনী)

—*—

১১০ নং অপার চিংপুর রোড হইতে,

রামলালশীল কত্বক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩৩২ সাল ।

মূল্য ১৬/০ আনা ।

১৫ নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

“নিউ-ভিক্টোরিয়া প্রেস” হইতে

শ্রীভূপতি চরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

—•—

খনার জন্ম ও জীবনী ।

বোধ হয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই খনার-বচন অন্ততঃ
ই একটাও জানা থাকিতে পারে,—তবে তাহার জীবন বৃত্তান্ত
অজ্ঞান যে প্রকৃত অবগত আছেন, বলিতে পারি না। বোধ হয়
না পুরুষ কি স্ত্রী, তাহাই অনেকে জ্ঞাত নহেন ;—কিন্তু কি
সম্বন্ধের বিষয় যে, এরূপ অবশ্যজ্ঞাতব্য স্ত্রীলোক একজন,—সমগ্র
আমাদিগের) জ্যোতিষশাস্ত্র যাহার নিকট ঋণী, সেই অশেষ গুণ
সম্পন্ন স্বজাতীয়া ললনা খনার প্রকৃত জীবনী—প্রকৃত ঘটনা
আমরা জানি না, যাহা জানি তাহাও আবার এত অল্পমাত্র ও
কমদস্তীপূর্ণ যে অতি সত্যশূণ্য বলিয়াই অনুমিত হয়।

কেহ কেহ বলেন ময়দানব তাঁহার পিতা ; কেহ কেহ
বলেন তিনি মনুষ্য-কন্যা। তাঁহার পিতার নাম সকলের
সম্যক জানা না থাকিলেও, কোন এক স্থল বিশেষের যে রাজা
ছিলেন ইহা নিশ্চয়। লঙ্কাবীপবাসী কতিপয় রাক্ষসে (অবশ্য
কোন না কোন গুঢ় কারণে) তাঁহাকে সবংশে নিধন করে,
মাত্র ঐ ~~রা~~—খনাই তাহাদিগের বিশেষ মমতার চক্ষে পড়িয়া
বাচিয়া যান। রাক্ষসগণ কেবল যে তাঁহাকে প্রাণেই রাখিয়া
ছিলেন এমত নহে, অধিকন্তু আপনাদিগের আবাসে লইয়া
যাইয়া অপত্যনির্কির্ষে লালন পালন করিতে থাকিলেন এবং
ক্রমে তাঁহাকে অতিশয় বুদ্ধিমতী হইতে দেখিয়া একটু একটু

করিয়। জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঠিক এই সম-
 য়েই রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভার বরাহ নামক পণ্ডি-
 তের একটি পুত্রসন্তান জন্মে। বিধাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল—
 কি ঐশ্বরিক লীলা। বরাহ, গণনা বিষয়ে বিচক্ষণ হইয়াও ভ্রম-
 বশতঃ পুত্রের শতবর্ষ গরমায়ুস্থলে দশমবর্ষমাত্র স্থির করিয়া দারুণ
 বিষাদে এক তাম্রনির্মিত পাত্রে করিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া
 দেন। পরে লঙ্কাদ্বীপের নিকট ঐ পাত্র ভাসিতে ভাসিতে
 যাইলে ঐ সকল রাক্ষস দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লয় এবং মিহির
 নাম প্রদান করিয়া খনার স্থায় উহাকে লালন পালন করিতে
 থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে মিহিরও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন,
 তবে ক্ষণার স্থায় তাহার সদৃশ বুদ্ধির প্রার্থ্য ছিল না। রাক্ষসেরা
 মিহিরকে খনার যোগ্যপুত্র বিবেচনা করিয়া বিশেষতঃ উভয়েই
 মনুষ্যসন্তান, তাহাতেই মিহিরের সহিত খনার বিবাহ দিলেন।

রাক্ষসদিগের নিকট যদিও তাহাদের কোন অযত্ন হইতে
 ছিল না, তত্রাচ তাহাদিগকে নরভক্ষক দেখিয়া ও তাহাদিগের
 নানা প্রকার কুৎসিত বাবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া উভয়েরই তথা
 হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু রাক্ষসের দেশ, চতু-
 র্দ্ধিকেই রাক্ষস প্রহরী, তাহার উপর সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের উপর
 অবস্থিতি, কিরূপে পলায়ন করিবেন তাহাই বিষম ভাবনা।
 একদিন আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে মহেন্দ্রক্ষণ যাইতেছে
 জানিয়া, খনা ও মিহির উভয়ে বসিয়াই আপন আপন পদ
 বাড়াইয়া যাত্রা করিয়া লইলেন। দূরে এক রাক্ষস ছিল,
 সে এই ব্যাপার দেখিয়া উহাদিগের পালক—প্রধান রাক্ষসকে
 জানাইল।

মহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করিয়াছে, আর তাঁহাদিগকে কিছুতেই রাখা যাইবে না, রাক্ষসপ্রধান বুঝিলেন ; কাজেই একজন রাক্ষস ভৃত্যকে উভয়কে সমুদ্রপারে দিয়া আসিবার জন্ত আজ্ঞা করিলেন এবং ইহাও বলিয়া দিলেন, কুলে উঠিয়া মিহিরকে কোনপ্রশ্ন করিবে, যদি মিহির তাঁহার সহতর দিতে পারে, তবেই “ভূতত্ত্ব” “খতত্ত্ব” ও “পাতাল তত্ত্ব” তিনখানি শাস্ত্রগ্রন্থই প্রদান করিবে, অন্যথায় নহে—মাত্র “ভূতত্ত্ব” ও “খতত্ত্ব” দিয়া “পাতালতত্ত্ব” ফিরাইয়া লইয়া আসিবে।

যখন রাক্ষসভৃত্য পরপারে তাঁহাদিগকে লইয়া উত্তীর্ণ হইল একটা গাভীকে প্রসব বেদনা পাইতেছে দেখিয়া রাক্ষস প্রধানের কথিতমত মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিল “বল দেখি ইহার শাবক শ্বেতবর্ণের কি কৃষ্ণবর্ণের হইবে ? মিহির গণনা করিলেন, বলিলেন, শ্বেতবর্ণের। কিন্তু অবিলম্বে প্রসূত হইবামাত্র শাবক কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই অনুমিত হইল। রাক্ষস প্রভুর আজ্ঞানুসারে কাজেই পাতালতত্ত্বখানি আপনার নিকট রাখিয়া, কেবল “ভূতত্ত্ব” “খতত্ত্ব” তাহাকে প্রদান করিয়া চলিয়া যাইল। মিহির লজ্জায় নতমুখ, হস্তস্থ পুস্তকধরও সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিলেন। খনা এ সময় তাহার নিকট ছিলেন না, স্বভাবের শোভা দেখিবার বাসনার একটু দূরে গমন করিয়া পাদচারণ করিতেছিলেন। আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, করিয়াছ কি? পুস্তক কুড়াইয়া লও, কুড়াইয়া লও। শাবক এখনই শ্বেতবর্ণের দেখিতে পাইবে।” বাস্তবিকই শাবক শ্বেতবর্ণ সর্বাঙ্গ লালে মাথা থাকা প্রযুক্ত ঐ প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে হইয়াছিল। মুহূর্তমধ্যে গাভী বৎসের গা চাটিয়া প্রকৃত বর্ণ প্রকাশ করিল।

মিহির তখন জলে পড়িয়া গ্রন্থ পুনরুত্তোলন করিতে যাইলেন, কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃই সমগ্রখণ্ড আর প্রাপ্ত হইলেন না, কতক ইতিপূর্বেই অনেক দূরজলে ভাসিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক (পশ্চিমমধ্যে আরো অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকিতে পারে) মিহির পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভ্রম ঘুচাইলেন এবং পিতাও বহুদিনের পর আপন হারানিবিকে প্রাপ্ত হইয়া ও ততোধিক গুণবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন দেখিয়া যারপরনাই আহলাদিত হইলেন। স্বামী বা স্বস্তুর যে সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেন না, খনা সে সকল উত্তর মুখে মুখে দিতেন সুতরাং খনার বশঃ সৌরভ অভ্যন্তরকাল মধ্যেই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাই তাহার কাল হইল—রাজা তাহাকে আপন সভায় দেখিবার জন্য ও তাহাকে ও এক পণ্ডিতরূপে নিকট রাখিবার জন্য বরাহকে আদেশ করেন। কুলবধুকে বাটীর বাহিরে যাইতে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব ও কি জানি কি ঘটিতে কি মুটিবে ভাবিয়া পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার বাগ্মীতালোপ করিবার বাসনার জিহ্বা ছেদন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। খনাও ইতিপূর্বে গণনা দ্বারা জানিয়াছিলেন যে তাঁহার এই প্রকার মৃত্যু হইবে, অতএব তিনিও ইহাতে আপত্তি করিলেন না। পরদিবস স্বামী মিহির যখন তাঁহার জিহ্বা কৰ্ত্তন করিলেন, (হা বিক! মনুষ্যের স্বার্থপরতা) খনা স্বামীর মুখপানে সজল নয়নে চাহিয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

খনা

খনার বচন ও তদর্শ।

—*—

প্রথম অধ্যায়।

শস্য গণনা, হলচালন এবং শস্যরোপন ও কর্তনের
সময় নিরূপণ, আলীবৃক্ষ প্রণালী, বগা গণনা,
বৃষ্টি গণনা, কুয়াশা গণনা, বৎস গণনা,
ধান্যাদি গণনা, মড়ক গণনা ইত্যাদি।

(১)

শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো এর মধ্যে যত পারো

(অর্থাৎ)

সমস্ত শ্রাবণ আর ভাদ্রের ছাদনা খান্যাদি রোপিবে এই
কয়েক দিবস।

(২)

ষোল্লে চাষে মূলা। তার অর্দ্ধেক তুলা ॥

তার অর্দ্ধেক ধান। বিনা চাষে পান ॥

(অর্থাৎ)

চাষিবে মূলার ক্ষেত্র ষোলদিন ধরি। তুলার অষ্টাহ মাত্র খানো
দিন চাষি ॥ পানের জমিতে নাহি ধরিবেক হাল। বখাকালে
বখাফল পাবে চিরকাল ॥

খনার-বচন ।

(৩)

শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা ।
পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা ॥
আগে গিয়া করো দিক্ নিরূপণ ।
পূর্বদিক্ হ'তে হল চালন ॥
যা কিছু আশা পূর্বে সকল ।
নাহি সংশয় হবে সফল ॥

(অর্থাৎ)

যেদিন প্রথম হল চালনে যাইবে । শুভক্ষণ দেখি গৃহ হ'তে
বাহিরিবে ॥ পশ্চিমধ্যে অশুভ সংবাদ যদি পাও । তখনি গৃহেতে
পুনঃ ফিরিবারে চাও ॥ আবার তেমনি শুভক্ষণ দেখি বেও । দিক্
নিরূপণ করি হল চালাইও ॥ পূর্বদিক্ হ'তে হল চালন করিবে ।
এইরূপে করো কার্য সফল ফলিবে ॥

(৪)

খোড় তিরিশে । ফুলো বিশে ॥
ঘোড়ামুখো তেরো জেনো ।
বুরে সুরে কাটো ধান্য ॥

(অর্থাৎ)

কাটিবে খোড় জন্মিলে ত্রিশদিন পরে । ফুলিলে কুড়িটি দিন
রেখো মনে করে ॥ শির নত হলে তের দিন পরে কাটো । অন্য-
থায় হবে হানি যত তায় খাট ॥

(৫)

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল । তার দুঃখ চিরকাল ॥
তার বলদের হয় বাত । ঘরে তার না থাকে ভাত ॥
খনা বলে আমার বাণী । যে চেষ্টে তার হবে হানি ॥

(অর্থাৎ)

পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় না ধরিবে হাল । যদি ধরো দুঃখ তবে
রবে চিরকাল । অধিকন্তু বাতে পশু হইবে বলদ । বৃথায় এ কার্য
না হবে ফলপ্রদ ॥

(৬)

আষাঢ়ে কাড়ান নাম্কে । শ্রাবণে কাড়ান ধান্কে ॥
ভাদরে কাড়ান শীষকে । আশ্বিনে কাড়ান কিস্কে ॥

(অর্থাৎ)

আষাঢ়ের যোগ্য যথা কাড়ান বলি তায় । বৃষ্টিপাতে ভূমিতে
কাড়ানু আনায় । আষাঢ়ে কাড়ানে ধান্য জন্মে না সর্বত্র ।
কিঞ্চিৎ আবাদ তাহে হয়ে থাকে মাত্র ॥ শ্রাবণের কাড়ানে
প্রচুর জন্মে ধান । শীষমাত্র জন্মে হ'লে ভাদ্রেতে কাড়ান ॥
আশ্বিনে কাড়ান একেবারেই নিষ্ফল । কোন কার্য তাহে, যাহে
নাহি দেয় ফল ॥

(৭)

থেকে বলদ না বয় হাল । তার দুঃখ সর্বকাল ॥

(অর্থাৎ)

মায়া করে যে বলদে না খাটাতে চায় । যাহার বলদ সদা
ব'সে ব'সে খায় ॥ চিরকাল দুঃখ তার নিত্য অন্নভাব । যেহেতু
জমিতে তার কৰ্ষণ অভাব

(অর্থীৎ)

যে দিন ধানের শীষ লগ্নত হইবে । বিশ দিন পরে তার কর্তন করিবে ॥ মাড়িবার জন্য আর দশ দিন দাও । তার পর গোলা পূর্ণ করে তুলে নাও ॥

(১৬)

শনি রাজা মঙ্গলপাত্র । চষো খোড়ো কেবল মাত্র ॥

(অর্থীৎ)

শনিরাজা যে বর্ষে মঙ্গল মন্ত্রী আর । সে বর্ষে না দেখি আশ ফল জন্মিবার ॥

(১৭)

বাপ বেটার চাই । তৎ-অভাবে সোদর ভাই ॥

(অর্থীৎ)

পরের সাহায্যে যে কৃষক চাষ করে । তাহার লাভের আশা বৃথা সংসারে ॥ আপনার ভাবি পর কতু কি খাটিবে । বাপ বেটা হলে তার যেরূপ করিবে ॥ পরের চেয়ে যদি ভাই ভাই মিলে । তাহাতে বরং কিছু সুফলও ফলে ॥

(১৮)

বাঁধো আগি আলি । রোও তবে শালী ॥

না যদি ফল ফলে । গালি পেড়ো খনা বলে ॥

(অর্থীৎ)

বাঁধিলে উত্তমরূপ আলি সারি সারি । শালি ধান্য তাহে যদি দাও বত্ব করি ॥ যথাকালে ফল তার প্রচুর পাইবে । মিথ্যা যদি হয় খনা গালি তবে থাকে ॥

(১৯)

আষাঢ়ে পঞ্চদিনে । রোপণ যে করে ধানে ॥

সুখে থাকে কৃষিবল । সকল আশা সফল ॥

(অর্থাৎ)

আষাঢ়ের পাঁচদিন মধ্যে রোয় ধান । সে চাষার কষ্ট কাথা;
খুসী সন্য প্রাণ ॥ সকল আশা সফল হয়তো তাহার ॥ অকুরন্ত
ধান চাল তাহার গোলায় ॥

(২০)

আউস ধানের চাষ । লাগে তিন মাস ॥

(অর্থাৎ)

রোপণের পরে তিন মাস মধ্যে আশ । জন্মে শেষ হয় তার
যত কিছু চাষ ॥

(২১)

ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি । কলাই রোবে যত
পারি ॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্রের শেষ চারি দিবস, তথা ~~আশ্বিন~~ আশ্বিনের প্রথমে চারি
সঙ্গে তার ॥ এই অষ্ট দিন মধ্যে বুনিবে কলাই । প্রাপ্ত সময় এই
শুন সবে তাই ॥

(২২)

সরিষা বনে কলাই মুগ । বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক ॥

(অর্থাৎ)

এক ক্ষেত্রে সর্ষপ কলাই দিতে পারি । অথবা সর্ষপ মুগ যথা
ইচ্ছা করি ॥ উভয় ফসল এক সঙ্গে পাওয়া যাবে । কেন না
আনন্দে চাষা বুক বাজাইবে ॥

[২]

(২৩)

আশ্বিনের উনিশ কার্তিকের উনিশ ।

বাদ্ দিয়ে মটর কলাই বুনিশ ॥

অশ্বিন মাসের শেষ উনিশটি দিন । প্রথম কার্তিকে আর করি
বত হীন ॥ অবশিষ্ট দিনে করো মটর বপন । ফলিবে প্রচুর ভবে
কে করে বারণ ॥

(২৪)

ফাগুনের আট, চৈত্রের আট । সেই তিনদায়ে কাট ॥

ফাল্গুন মাসের শেষ আটটি দিবস । চৈত্রের প্রথম আট—
এই বোড়শ ॥ রোপণ করিবে তিল মিটিবেক আশ । অন্য বার
হায় হার করো বারো খুস ।

(২৫)

খনা বলে, চাষার পো । শরতের শেষে সরিষা রো ॥

(অর্থাৎ)

শরতের শেষ ভাগে সরিষা বপন । মনে যেন থাকে ভাই খনার
বচন ॥ অপর ঋতুতে যদি বপন করিবে । ফসল উচ্চিত্ত বত তাতে
না পাবে ॥

(২৬)

সাত হাতে তিন বিঘেতে ।

কলা লাগাবে মায় পূতে ।

লাগিয়ে কলা না কাটো পাত ।

তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥

(অর্থাৎ)

সাত সাত হাত অন্তরেতে এক এক। বুড়োগাছ সহ এক
টাকা য়েখে দেখ ॥ তিন বিঘাত পরিমিত গর্ভ হবে। তবে তো
কলার গাছ ফল তার দিবে ॥

(২৭)

থাকে যদি টাকা ক'রবে গোঁ। চৈত্র মাসে ভূট্টা
রো ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্র মাসে ভূট্টা যেই করিবে রোপন। তার অনাভাব নাহি
হয় কদাচন ॥ টাকা করিবে সাধ যদি থাকে চিত্তে। রোপণ কর
গিয়া চৈত্র মাসেতে ॥

(২৮)

দিনে রোদ রাতে জল। দিনদিন বাড়ে ধানের বল ॥

(অর্থাৎ)

দিনে রোদ রাতে বৃষ্টি হইলে হয়। করিবে ধানের গাছ খুব
ভেঙ্গ তার ॥

(২৯)

আউশের ভূঁই বেলে। পাটের ভূঁই আটালে ॥

(অর্থাৎ)

আউশ ধানের জমি বেলে ভালো। পেটো জমি ভালো শুধু
হইলে আটালে ॥

(৩০)

মানুষ মরে যাইতে। গাছলা সারে তাতে ॥
গচা সরায় গাছলা সারে। গোঁধলা দিয়ে মানুষ মারে

(অর্থাৎ)

পচাঁ গোমরের পাক নরে পীড়া পার । বিলক্ষণ শ্রেষ্ঠ কিন্তু
গাছ তার ॥ ফলবান হয় গাছ পচলার সারে । কিন্তু আশ্চর্য
নর কিন্তু তাহাতেই মরে ॥

(৩১)

বৈশাখের প্রথমজলে । আশু ধান দ্বিগুণ ফলে ॥
খনা বলে, শুন ভাই, তুলায় তুলা অধিক পাই ॥

(অর্থাৎ)

প্রথম বৈশাখে যদি বৃষ্টি ভালো হয় ! প্রচুর আউস ধান
জন্মিবে নিশ্চয় ॥ কাঠিকেতে হইলে বৃষ্টি তুলা ভালো হবে ।
খনার উক্তি কতু আন না ভাবিবে ॥

(৩২)

কোদালে ধান, তিলে হাল । কাঠেন ফাকার মাঘে কাল
ছায়ে লাউ, উঠানে ঝাল । কারো বাপু চাষার ছাওয়াল

(অর্থাৎ)

মান গাহ করিতে যদ্যপি সাধ থাকে । কোদাল পাড়িয়া পাট
কর সে জমিকে ॥ না জন্মিবে তিল হল চালন না হলে । অতএব
আর পাট করহ লাগলে ॥ খেত তিল আশ্বিন কাঠিকে বুনিক ।
মাঘে ফাগুনে কৃষ্ণ তিল ছড়াবেক ॥ পাশ বনে লাউ গাছ উঠানেতে
ঝাল । জনমে উত্তম মনে রাখো চিরকাল ॥

(৩৩)

সরবে ঘন, পাতলা রাই । নেন্দে নেন্দে কাপাস যাই ॥
কাপাস বলে, কোটা ভাই । জ্ঞাতি পানি না যেন পাই

(অর্থাৎ)

সর্ষপ বুনিতে হবে, খুব ঘন ঘন । রাই কিন্তু কাঁক বুনা চাই
ছেনো ॥ কাপাস এমন ভাবে বপন করিবে । দাঁড়াইয়া যেন
তাহা তুলিতে পারিবে ॥ ডিঙ্গাতেও পারো যেন আবশ্যক মতে ।
পাট ও কাপাস নাহি বুন এক ক্ষেত্রে ॥ কারণ কোষ্ঠার জল লাগিলে
কাপাস । নিস্তেজ হইবে আর না রবেতো আশ ॥

(৬৪)

বুধ রাজা, শুক্র তার মন্ত্রী যদি হয় ।
শস্য হবে ক্ষেত্রে পুরা নাহিক সংশয় ॥

(অর্থাৎ)

যে বৎসরে বুধ রাজা শুক্র মন্ত্রী হবে । সে বৎসরে বসুন্ধরা শস্য
পূর্ণ হবে ॥

(৩৫)

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি । তরা অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে বাত । তার ঘরে হা-ভাত ॥

(অর্থাৎ)

যে জন আপন হাতে কৃষিকর্ম করে । সঙ্গে থাকে ভৃত্যকেও
খাটাইতে পারে ॥ সে লোক নিষ্ফল নাহি হবে কদাচন । করিবে
সে প্রচুর অর্থের উপার্জন ॥ আর যে আপনি শ্রমেতে আপারক ॥
ছাতিমাথে দিয়ে শুধু করে তাদারক ॥ সেও অর্দ্ধ ফল পেতে পারে
তাহাতেই । এ দুয়ের বার যেই, তার অন্ন মেই ॥ আপনি খাটে
না, খাটাতেও নাহি জানে । বিধাতা না দেন অন্ন কতু ছেন জনে ॥

(৩৬)

মাছের জলে লাউ বাড়ে ॥ খেনো জমিতে ঝাল
বাড়ে ॥

(অর্থ ৭)

লাউ গাছে মাছ খোয়া জল উপকারী । ঝাল গাছে ধান পচা
উপকারী ভারী ।

(৩৭)

যে বার গুটিকাপাত সাগর তীরেতে ।
সর্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে ॥
নানা শস্ত্র পরিপূর্ণ বসুন্ধরা হয় ।
খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয় ॥

(অর্থ ৭)

হইলে গুটিকাপাত সমুদ্রের তীরে । এত শস্ত্র যে ধরায় নাহি
ধরে । অতএব এইরূপে হবে যে বৎসর । শস্ত্র পূর্ণ বসুন্ধরা রবে
নিরন্তর ।

(৩৮)

বাশ বনে বুনলে আলু । আলু হয় গাছ বেড়াবু ॥

(অর্থ ৭)

বাশবন ধারে যদি পোতা যায় । আলু খুব বাড়ে তার গাছ
তেজ পায় । বড় আলু খেতে চাও পেতে বাশ বনে । হবেনা
বিশ্বাস বার খনার বচনে ॥

(৩৯)

চাল ভরা কুমড়া পাতা । লক্ষ্মী বলেন আমি তথা ॥

ধনার-বচন ।

৩৯

(অর্থাৎ)

লাউ কুমড়ার গাছ বাড়ীতে যাহার । অভাব তরকারীর না রহে
তাহার ॥ অধিকন্তু বেচিলেও দু'পরস। পায় । সচ্ছল সংসার তার,
সুখে দিন যায় ॥

(৪০)

পান পোঁতে শ্রাবণে । খেয়ে না ফুরোয় রাবণে ॥

(অর্থাৎ)

রোপিলে শ্রাবণে পান, এত পান ধরে । রাক্ষসে খেয়েও নাহি
ফুরাইতে পারে ॥

(৪১)

উঠান ভরা লাউ শসা । খনা বলে লক্ষ্মীর দশা ॥

(অর্থাৎ)

সকলের গৃহে লাউ শসা দেওয়া ভালো । এমন গৃহস্থ-পোষা
দ্রব্য কোথা বলা । উপযুক্ত স্থান যদি নাহি পাও ফাঁকে ।
অন্ততঃ উঠানে স্থান দিবেও তাহাকে ॥

(৪২)

ছায়ার ওলে চুলকায় । কিন্তু তাতে নাহিক দুঃখ ॥

(অর্থাৎ)

অগ্নিলে ছায়ার ওল মুখে তা লাগিবে । কিন্তু বড় হবে খুব
বেচে-বেশী পাবে ॥

(৪৩)

পটল বুনলে ফাগুনে । ফল বাড়ে দ্বিগুণে ॥

ধনার-বচন ।

(অর্থাৎ)

কাণ্ডনে করহ যদি পটল রোপন । দ্বিগুণ পাইবে ফল মিথ্যা
না বচন ॥

(৪৪)

নদী ধারে পুঁতলে কচু । কচু হয় তিন হাল উঁচু ॥

(অর্থাৎ)

নদীর ধারেতে যদি কচু পোত গিয়া । স্বরায় সে কচু তথা
উঠিবে বাড়িয়া ॥

(৪৫)

কাণ্ডনে না রুলে ওল । শেষে হয় গগুগোল ॥

(অর্থাৎ)

কাণ্ডন মাসই ওল রোপণ সময় । সে সময় যদি তাহা রোপণ
না হয় ॥ অগুণিত হবৈ তাহা বস্ত ওল প্রায় । হাতেতে ভরেতে
কেহ না করিবে ক্রয় ।

(৪৬)

কচু বনে ছড়ালে ছাই । খনা বলে, তার সংখ্যা নই ॥

(অর্থাৎ)

কচু বনে ছাই যদি নিত্য দিতে পারে ॥ স্বরায় বাড়ে সে কচু
এত তেজ করে ॥

(৪৭)

মুলার ভুঁই তুলা । ইক্ষুর ভুঁই তুলা ॥

(অর্থাৎ)

নরম তুলার স্থান করিবে সে ভূমি । সে ভূমিতে, মুলার বীজ
বসাইবে ভূমি ॥ ইক্ষু যাতে দিবে, ধুলা সম করিবেক ! তবে তো
প্রচুর মূলা ইক্ষু মিলিবেক ।

(৪৮)

পোন্নে মালি বলি তোরে । কলম রো শ্রাবণের
ধারে ॥

(অর্থাৎ)

কলমের চারা শ্রাবণীতে পুতিবেক । তবে তো সে চারা
তেজ করিবেক ।

(৪৯)

ভাদ্র আশ্বিনে না রুয়ে কাল ।
যে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল ॥
পরেতে কার্তিক অশ্রাণ মাসে ।
বুড় গাছ ক্ষেতে পুতে আসে ॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়ণ ওলা ॥
পুরিতে না হ্বে কালের গোলা ॥

(অর্থাৎ)

আশ্বিনে, ভাদ্র আশ্বিনে না করি বোপণ । মরিচ, কার্তিক
অশ্রাণে পোতে যেইজন ॥ ওঙ্ক ধরি তাহার মরিচ গাছ যার
আশ্বিনের ফলে সে না ফল তার পায় ।

(৫০)

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও ।
দাবা খেলা ফেলিয়া খোও ॥
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি ॥
ভাদ্রে নিড়ায়ে করহ খাটি ॥
অন্যথায় এর পুতলে হলুদি ।
পৃথিবী বলেন তাতে কি ফলদি ॥

(অর্থাৎ)

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিদ্রা রোপিত। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে
নিড়াইয়া দিলে ॥ প্রচুর হরিদ্রা তথা সময়ে পাইবে। অন্তর্ধার
শুকন কিছুতেই নাহি হবে ।

(৫১)

ফাল্গুনে আশ্বিন চৈতে মাটি । বাঁশ বলে শাশ্র উঠি ॥

(অর্থাৎ)

শুক বাঁশপাতা যত পড়িবে তলায় । ফাল্গুনে আশ্বিন লাগাইয়া
দিলে তার । পরিকার হবে তল জঞ্জাল না হবে । চৈত্র মাসে
গোড়ায় মাটি দিলে । হইবে বাঁশের গোড়া শকু অশ্রিয় ।
চতুর্দিকে কোড়কে বেড়িবে সমুদয় ।

(৫২)

শুনবাপু চাষার বেটা । বাঁশ কাড়ে দাও ধানের চিটা
দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে । দুই কুড়া ভুই বেড়বে
কাড়ে ॥

(অর্থাৎ)

ধাতুর আগুড়া দিলে বাঁশের গোড়াতে বাড়িবে বাঁশের
কাড়, নাহি তুল তাতে । কারণ তাতেই তার সার জন্মায় । সার
বিনে গাছ পাগা বাঁচয়ে কোঁথায় ।

(৫৩)

বলে ধনা শুন শুন । শরতের শেষে মূল্য বুন ॥
তাঁমাক বনে গুড়িয়ে মাটি । বীজ পুতো গুটি গুটি ॥
ধন ঘন পুতো না । পৌষের অধিক রেখ না ॥

(অর্থাৎ)

শরতের শেষে মূলা করিবে বপন । ধূলা মাটি কুরে, যথা
ভামাক ছোপণ । ঘন ঘন কদাচ মা বসাবে তামাক । পৌষের
মধ্যেই জন্মি করিবেক ফাঁক ।

(৫৪)

শুনরে বাপু চাষার বেটা । মাটির মধ্যে বেলে বেটা ॥
তাতে যদিবুনিশ পটোল । তাতেই তোর আশা সফল

(অর্থাৎ)

বেলে মাটিতে পটোল করিবে রোপণ । জন্মিবে প্রচু ফল
আশা হইবে পূরণ ।

(৫৫)

বলে গেছে বরাহের পো । দশটি মাসে বেগুন রো
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ । ইথে বাহি কোন বিষাদ ॥
ধরলে পোকা দিবে ছাই । এর চেয়ে উপায় নাই ॥
মাটি শুকাইলেই ঢালবে জল । সকল যােসেই পাবে
ফল ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্র ও বৈশাখ ছাড়া সকল মাসেতে । পারিবে কৃষক ক্ষেত্রে
বেগুন পুতিতে । পোকা যদি ধরে, ছাই দাও ছড়াইয়ে । সুধি হও
বার মাস বেগুন খাইয়ে ।

(৫৬)

অগ্রাণে না যদি হয় বৃষ্টি । না হয় কাঁটালের সৃষ্টি ॥

(অর্থাৎ)

অগ্রহারণ মাসেতে না হইলে জল । কাঁটালের গাছে নাহি
ধরিবেক ফল ।

(৫৭)

এক পুরুষে রোপে তাল । পরপুরুষে করে পাল ॥
তার পর যে সে খাবে । তিন পুরুষে ফল পাবে ॥
(অর্থ ১৭)

তিন পুরুষের কম নাহি পাবে তাল । তাল গাছে পেতে কল
কাটে তিন কাল ।

(৫৮)

হাত বিশে করি ফাক । আম কাঁঠাল পুতে রাখ ॥
গাছগাছালি ঘন সবে না । ফল তাতে ফলবে না ॥
(অর্থ ১৮)

বিশবিশ হস্ত ছরে পুতিবেক যদি । আম কাঁঠালের কল তবে
দিয়ে বিরি । গাছে ডালে ঠাশাঠাশি হয়ে যদি থাকে ॥ ফলহীন
গাছে শুধু সর্বলোক দেখে ।

(৫৯)

বার বছরে ফলে তাল । যদি না লাগে গরুর-লাল ॥
• (অর্থ ১৯)

পত্র যদি গরুতে উক্ষণ নাহি করে । কল দিবে তাল গাছ
ছাদশ বৎসরে ।

(৬০)

নলেকান্তার গজেক বাই । কলা রুয়ে খেও ভাই ॥
রুয়ে কলা নাকেটো পাত । তাতে কাপড় তাতেভাত
(অর্থ ২০)

আট হাট অস্তর কলা পুতে । পাতা তার কদাচন

না যাবে কাটিতে ॥ ভূরি পরিমাণে কলা জন্মিবে তাহলে অন্নের
অশাব নাহি রবে কোন কালে ॥

(৬১)

ফাশুণে এঁটে । পেঁাত কেটে ॥

বেঁধে যাবে ঝাড়কি ঝাড় । কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড় ॥

(অর্থ ১৭)

ফাশুণে কলার এঁটে কেটে পুতে দিচ্লে । অচিরে কলার ঝাড়
বাড়ে তাহা হলে ॥ জন্মিবে প্রচুর কলা তাহলে নিশ্চয় । খনার
বচন ইহা কতু মিথ্যা নয় ॥

(৬২)

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ । কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ
তিন শত ষাট ঝাড় কলা । রুয়ে থাক গৃহি ঘরে শুয়ে ॥
রুয়ে কলা না কাট পাত । তাতেই হবে কাপড় ভাত ॥

(অর্থ ১৭)

আষাঢ় শ্রাবণে কলা রোপণ উচিত । কিন্তু পাত কাটা তার
নহে তো বিহিত ॥ তিন শত ষাট ঝাড় করে রোপণ । নিশ্চিত
হইয়া ঘরে করে যে শয়ন ॥ ভাতের ভাবনা তার কখন না রবে ।
ঘরে বসে অন্ন বস্ত্র সেই জন পাবে ॥

(৬৩)

ডাক দিয়ে বলে রাবণ । রুবে বটে কলা আষাঢ় শ্রাবণ
কলা তলায় যাবিনে । ফল তার খাবিনে ॥
লেগে যাবে ভুয়ে । কলা প'ড়বে শুয়ে ॥

(অর্থ ১৭)

মীতান্তরে এই কথা কেহ কেহ বলে । আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
কদলী পুতিলে ॥ পোকায় বিনাশে গাছ ফল নাহি হয় । অতএব
এ দুমাস ত্যজিহু নিশ্চয় ॥

(৬৪)

সিংহ মীন বজ্জ' । কলা খাবে আজ্যে ॥

(অর্থ ১৭)

ভাদ্র ও বৈশাখ ব্যতীত সকল মাসেতে । পারহ কদলী গুহে
ভক্ষণ করিতে ॥

(৬৫)

যদি রোয়ে ফাগুণে কলা । তবে হয় মাস সফলা ॥

(অর্থ ১৭)

ফাগুণে রোপ্লে কলা মাস মাস ফলে । ফাল্গুনের মত ফল
নহে অন্ত কাল ॥

(৬৬)

ভাদ্রমাসে রুয়ে কলা । সবংশে মলো রাবণ শালা ॥

(অর্থ ১৭)

ভাদ্রমাসে কলাগাছ করিয়া রোপণ । সবংশেতে তার ফলে,
মরিল রাবণ ॥ এই হেতু ভাদ্রেতে কদলী পোতা মানা । পোতে
শুধু সেই, যার নাহি আছে জানা ॥

(৬৭)

আগে পুতে কলা । বাগ বাগিচা কলা ॥
শোনরে বলিচাষার পো । ক্রমে নারিকেল ক্রমে রুও

নারিকেল বার সুপারি আট । এর ঘর তখনি কাট ॥

(অর্থাৎ)

যে স্থানেতে বাগান করিতে সাধ যাবে । অগ্রে কদলীর গাছ
তাহাতে বসাবে ॥ পরে নারিকেল বৃক্ষ ক্রমেতে শুবাক । ঘসা-
ইরা দেবে, যথারীতি ফাঁক ফাঁক ॥ নারিকেল বার বার হাত
অন্তরেতে । শুবাক বসাবে প্রতি আট আট হাতে ॥

(৬৮)

গো-নারিকেল নেড়ে পো । আমটুচুরে কাঁটাল ভো ॥

(অর্থাৎ)

নারিকেল সুপারির চারা যদি নাড়ি ! সতেজ হইয়া গাছ
উঠে শীঘ্র বাড়ি ॥ আম্র যদি নাড়ি, ফল হোট হোট হবে ।
কাঁটাল নারিকেল তাহা ভোয়া হ'য়ে যাবে ॥

(৬৯)

গোয়ে গোবরে বাঁশে মাটি ।

অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি ॥

ওলে কুটি, মানে ছাই ।

এইরূপে কৃষি করগে ভাই ॥

(অর্থাৎ)

শুবাক বৃক্ষের মূলে দিবেক গোময় । বাঁশে মাটি দিতে হু
নমে যেন বর ॥ যেই নারিকেল গাছে নাহি ধরে ফল । কাটায়া
দিবেক তার শিকড় কেবল ॥ ওলের গোড়ায় খড় কুটি পল দিবে ।
মান গাচে পাশ দিলে তবে তাহা হবে ॥

(৭০)

নারিকেল গাছে লুন মাটি । শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি ॥

(অর্থাৎ)

শীঘ্র শীঘ্র ফল ভোগ করিবারে চাও । নারিকেল মূলে তবে
লুন মাটি দাও ॥

(৭১)

দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ । কমে না বাড়ে
বার মাস ॥

(অর্থাৎ)

মধ্যে মধ্যে যত নারিকেল পেড়ে থাকে । তত বেশী নারিকেল
ফলিতে হইবে ॥ বাঁশ বাড় যত কম বাঁশ কাটবেক । ততই
তাহার কাড় বেড়ে উঠিবেক ॥

(৭২)

খনা বলে, শুনে যাও । নারিকেল মুৎ চিটা দাও ॥
গাছ হয় তাজা মোটা । শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা ॥

(অর্থাৎ)

ধানের আগড়া দিলে নারিকেল মূলে । শীঘ্র গাছ হয় মোটা
শীঘ্র ফল ধরে ॥

(৭৩)

শোনরে বাপু চাষার পো । সুপারিবাগে
মান্দার রো ॥

মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে । ঝটপট তার ফল
বাড়ে ॥

(অর্থাৎ)

করিলে গুবাক বাগে মান্দার রোপণ । পড়িয়া মান্দার পাতা

খনার-বচন ।

২৩

সাঁরির বর্জন ॥ সতেজ সুপারি গাছ হয় তাহা হলে । সতেজ
হইলে শীঘ্র শীঘ্র ফলে ॥

(৭৪)

হাতে হাতে ছোঁয় না । মরা ঝাটি রয় না ॥
খনা বলে যখন চায় । তখন কেন লয় না ॥

(অর্থাৎ)

এরূপে বনাতে হবে নরিকেল গাছ । একে অপরের যেন
নাহি লাগে আঁচ ॥ একটা গাছের পাতা না ঠেকে অপরে ।
পুতিতে হইবে গাছ এমনটি করে ॥ উপরের শুষ্কপত্র বৃক্ষমূল
আর । ফল যদি চাও সদা রাখ পরিষ্কার ॥

(৭৫)

পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয় ॥ সেই বৎসর বন্তা হয় ॥

(অর্থাৎ)

সম্পূর্ণ মাস যাবৎ প্রথম হইতে । দক্ষিণে বাতাস যদি বহে
আষাঢ়তে ॥ সুনিশ্চিত যে বৎসর বন্তা তবে হবে । খনার বচন
ইহা কে নয় করিবে ॥

(৭৬)

আমে ধান । তেঁতুলে বান ॥

(অর্থাৎ)

যে বৎসরে আম্র বহু পরিমাণে হয় । ধাত সে বৎসরে খুস
জন্মিবে নিশ্চয় ॥ তেঁতুল অধিক আর হবে যে বৎসরে । হষের
বন্তা সে বৎসর রাখা মনে করে ॥

(৭৭)

বায়ুন বাদল বান । দক্ষিণা পেলেই যান ॥

(অর্থাৎ)

দক্ষিণা পেলে যেমন ব্রাহ্মণ না থাকে। অমনি আপন পথ
আপনিই দেখে ॥ দক্ষিণা পেলে অর্থাৎ দক্ষিণ হাওয়ার। বান ও
বাদল সেইরূপ চ'লে যায় ॥

(৭৮)

চৈতে কুয়া ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্র মাসে কুল্লিকা ভাদ্রে বস্তা আর। হবে যে বৎসর
দুঃখ্যা বাড়িবে মড়ার ॥

(৭৯)

পৌষে গরু্মি বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আঘাড়ে ভরুরে গোড়া ॥

(অর্থাৎ)

পৌষ মাসে যে বৎসর শীত কম যাবে। বৈশাখে কিঞ্চিৎ
শীত অনুভব হবে ॥ প্রথম আঘাড়ে বর্ষা হবে অতিশয়। শ্রাবণেতে
অনাবৃষ্টি কে করিবে নয় ॥

(৮০)

ধনা বলে শুনহে স্বামি। শ্রাবণ ভাদর নাইক পানি।
দিনে জল রাতে তারা। এই দেখবে দুঃখের ধারা ॥

(অর্থাৎ)

প্রথম বর্ষায় যদি দিনে বৃষ্টি হবে। অথচ রাতিতে শূন্যে তারা
দেখা যাবে ॥ সে বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে নিশ্চয়। ধনার বচন
খ্যা কতু নয় ॥

(৮১)

প্রবৃতে উঠিলে কাড় । ডাঙ্গা ডোবা একাকার ॥

(অর্থাৎ)

পূর্ষনিকে রামপশু যদি দেখি বর্ষাকালে । ডাঙ্গাডোবা একাকার
হয়ে যাবে জলে ॥

(৮২)

টাঁদের সভার মধ্যে তারা । বর্ষে পানি মুষল ধারা ॥

(অর্থাৎ)

চন্দ্রমণ্ডলের নামে তারা যদি দেখি । বর্ষে মুষলধারে বৃষ্টি
হেনে রাখি ॥

(৮৩)

চৈতেতে থর থর । বৈশাখেতে ঝড় পাথর ॥
জৈষ্ঠেতে তারা ফুটে । তবে জান্বে বর্ষা বটে ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্রমাসে যে বৎসর শীত বোধ হবে । বৈশাখেতে শিলাবৃষ্টি
বড় দেখা দিবে ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে পরিকার আকাশমণ্ডল । সে বৎসর
বর্ষায় বেশ হইবেক জল ॥

(৮৪)

কি করে। শ্বশুর লেখাজোখা। মেঘেই বুঝবে জলে লেখা
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা । মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা
বলো চাষায় বাধতে আল । আজ না হয় হবে কাল ॥

(অর্থাৎ)

শ্বশুরকে সংখ্যাক্ত করি খনা কন । লেখা জোকা করি কিবা

৩২

খনার-বচন ।

করিবে গণন ॥ হবে কি না হবে জল লক্ষণে বুঝিবে । মেঘ
দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিব ॥ কোদালে কুড়লে মেঘ যদি
দেখা যায় তার মধ্যে বায়ু প্রবাহিত তার ॥ সত্বর হইবে জল
নিশ্চয় জানিবে । ক্ষেত্রে গিয়া চাষা আলি বন্ধন করিবে ॥ সে
দিন না হয় বৃষ্টি পর দিবসেও । হইবেই বৃষ্টি ঠিক মনে জেনে নেও ॥
ধুসর বর্ণের খণ্ড খণ্ড মেঘ যত ! কোদালে কুড়লে বলি হয়
তাহা খ্যাত ॥

(৮৬)

দূর সভা নিকট জল । নিকট সভা রসাতল ॥

(অর্থাৎ)

ধরমণ্ডল সভা ছরবস্তী রবে । তবেই সত্বর জল বর্ষণ হইবে ॥
নিকটে বন্যাপি তবে অনাবৃষ্টি হয় । রসাতল পারে আর বলো
ভয়ো কর ॥

(৮৬)

পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা । পূর্বের ধনু বর্ষে ধারা ॥

(অর্থাৎ)

পশ্চিমে উদ্বিগ্নে রামধনু অনাবৃষ্টি । পূর্বদিকে হলে জলে
হবে সৃষ্টি ॥

(৮৭)

বেঙ ডাকে ঘন ঘন । শীঘ্র হবে জানো ॥

(অর্থাৎ)

ঘন ঘন ভেকের গঞ্জিন যদি হয় । স্রাব হইবে বৃষ্টি একথা
নিশ্চয় ।

(৮৮)

ভাদ্রের মেঘে বিপরীত বায় । সে দিন বৃষ্টি কে
যোচায় ॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্রমাসে মেঘোদয় হইবে যখন । বহে যদি বিপরীত পবন
তখন ॥ অত্যন্ত জলবর্ষণ হইবেক তবে । খনা বলে সাধ্য কার
অন্যথা করিবে ॥

(৮৯)

বৎসরের প্রথম ঈশানে বয় । হবেই বর্ষা খনা কয় ॥

(অর্থাৎ)

বৎসরের প্রারম্ভেই যদি বৃষ্টি হয় । ঈশান কোণ হইতে
বায়ু অনুক্ষণ বয় । হবেই বর্ষা তো সে বৎসর সীমিত ॥ কি তার
সংশয় তাহা খনার কথিত ॥

(৯০)

পৌষের কুয়া, বৈশাখে ফল । য দিন কুয়া ত দিন জল ।
শনির সাত মঙ্গলের তিন । আর সব দিন দিন ॥

(অর্থাৎ)

পৌষমাসে যে কদিন কুয়াশা হইবে । বৈশাখেতে ঠিক তত-
দিন বৃষ্টি হবে ॥ শনিবারে যদি বৃষ্টি আরম্ভ করয় । একটি সপ্তাহ
কাল স্থায়ী তাহা হয় ॥ মঙ্গলে আরম্ভ হলে তিন দিন থাকে ।
অন্যবারে হ'লে সেই দিন মাত্র দেখে ॥

(৯১)

কর্কট ছরুকট সিংহে শুকা, বগা কানে কান ।
বিনা বায় বর্ষে তুলা, কোথা রাখি ধান ॥

খনার-বচন ।

(অর্থাৎ)

শ্রাবণে অত্যন্ত বৃষ্টি ভাদ্রমাसे শুকা । আশ্বিনেতে জল কানে
কাণ যদি দেখা ॥ কাঙ্কিকে না হবে কড় মন্দ মন্দ জল । ভূরি
পরিমাণে তবে মিসিবে ফসল ॥

(২২)

যদি বর্ষে অশ্রাণে । রাজা যান মাগনে ॥
যদি বর্ষে পৌষে । কড়ি হয় তুঁষে ॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ । ধন্য রাজা পুণ্য দেশ ॥
যদি বর্ষে ফাল্গুনে । চিনা কাউনে দ্বিগুণে ॥

(অর্থাৎ)

অগ্রহারণেতে যদি বর্ষে বারিধর । কীটে শস্ত নষ্ট হবে করিবে
বিস্তর ॥ রাজস্ব আদায় নাহি হইবে রাজার । স্মতরাং তার ঘরে
হবে হাহাকার ॥ পৌষেতে বর্ষিবে তুষ বেচে পাই কড়ি । পৈম
স্তিক ধান করে যার গড়াগড়ি ॥ মাঘেতে বর্ষণ হলে রবিশস্ত্র হবে ॥
ফাল্গুনে কাউনচিনা ধান্য জনমিবে ॥

(২৩)

জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা । শস্যের ভার না
সহে ধরা ॥

(অর্থাৎ)

জ্যৈষ্ঠমাসে শুকো ও আষাঢ়ে জল হলে । প্রচুর হইবে শস্য
জানিও তাহলে ॥

(২৫)

মাঘ মাসে বর্ষে দেবা । রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা ॥

খনার-বচন ।

৩৫

(অর্থাৎ)

মাঘ মাসে জল যদি হইবে বর্ষণ । সুখিত হইবে যত প্রজাদের
মন ॥ কারণ প্রচুর শস্য জন্মিবে তাহলে । সমস্ত বৎসর বেড়াইবে
হেসে খেলে ॥

(৯৫)

জ্যৈষ্ঠ মাসে আষাঢ়ে ভরে । কাটিয়া মারিয়া
ঘর করে ॥

(অর্থাৎ)

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুকো হলে আষাঢ়ের জলে । ছুমি পরিপূর্ণ হয়
খুব শস্য ফলে ॥

(৯৬)

যদি বর্ষে মকরে । ধান হইবে টেকরে ॥

(অর্থাৎ)

মাঘ মাসে যদি জল বর্ষণ হইবে । উচ্চ জমিতেও হবে ধান্য
তো ফলিবে ॥

(৯৭)

যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি । তবে হয় ধানের সৃষ্টি ॥

চৈত্র মাসে যদি দেখো বৃষ্টিপাত হয় ॥ যথাকালে ধান্য ভয়
জন্মিবে নিশ্চয় ॥

(৯৮)

কার্তিক পূর্ণিমা করো আশা ।

খনা বলে ডেকে শোনরে চাষা ।

নির্মূল মেঘে যদি বাত রবে ।

স্ববিধগের ভার ধরনী না সবে ॥

খনার-বচন ।

(অর্থাৎ)

কার্তিকের পৌর্ণমাসী রজনী সময় । মেঘশূন্য পরিষ্কৃত যদি নভঃ
হয় ॥ ভূরি পরিমাণে রবিস্য জনমিবে । মেঘে বৃষ্টি হলে জেনে
কিছু নাহি হবে ॥ সুতরাং মাঠে যাওয়া মিস্কল চাষার । শুধু হাতে
গৃহেতে কিরিতে হয় আর ॥

(৯৯)

আবাড়ে নবম শুকুল পখা ।
কি করো শ্বশুর লেখা জোখা ॥
যদি বর্ষে মুঘল ধারে ।
মাঝ সমুদ্রে বগা চরে ॥
যদি বর্ষে ছিটা ফোটা ।
পর্কতে হয় মীনের ঘটা ॥
বর্ষিলে পর ঝিমি ঝিমি ।
শস্যের ভার না নয় মেদিনী ॥

(অর্থাৎ)

আবাড়ের শুরুপক্ষে নবমী তিথিতে । বর্ষণ মুঘলধারে হয়
বর্ষেতে ॥ অনাবৃষ্টি হইবে জানিও বৎসর । ছিটে ফোটা আবাড়ে
মাছ হয় বিস্তর ॥ মন্দ মন্দ বর্ষণেতে শস্য বেশ হয় । অকাট্য সে
কথা জানো খনা বাহা কর ॥

(১০০)

হেসে চাকি বসে পাটে ।
শস্য সেবার না হয় গোটে ॥

(অর্থাৎ)

অস্তকালে হেসে সূর্য পাটেতে বসিবে । আবাড়ে যতপি হেন
ঘটনা ঘটবে ॥ কিছু শস্য তবে তো না হবে সে বৎসর । মন দিয়া
বচন এ গুন নারী নর ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—:+:—

(গর্ভস্থ সন্তান গণনা—তিথি ভেদে ফাল্গুনমাসের ফল—ভূক-
ম্পের আশঙ্কার কথা—ধর্মার্থে উপবাসের দিন নির্ণয়—শনির অর্থ
স্থান ভেদে চৈত্রমাসের ফল—রবিবারদোষে । অতিবাষ্টি ১ শুবষ্টি
লক্ষন—বার দোষে চৈত্র মাসের ফল ।

(১)

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ । পেটের ছেলে গনেআন ।
নামে মাসে করি এক । আটে হরে সন্তান দেখ ।
এক তিন থাকে বাণ । তবে নারীর পুত্র জান ॥
দুই চারি থাকে ছয় । অবশ্য তার কন্যা হয় ॥

থাকিলে তার মূন্য সাত । হবে নারীর গর্ভপাত ॥

(অথাৎ)

গর্ভিনীর নামের অক্ষর সংখ্যা যত । ষ মাসের গর্ভসংখ্যা
করে না একত্রিত ॥ পাঁচের পিঠেতে পাঁচ পঞ্চান্ন জানিবে । উক্ত
যোগফলে তাহা যোগ করি লবে ॥ অতঃপর পাবে যাহা আট
ভাগ করো । এক তিন পাঁচ ভাগশেষে পুত্র ধরো ॥ দুই চারি
ছয় হলে কন্যা লাভ হয় । মূণ্ডঘাতে গর্ভপাত হইবে নিত্র ॥ মনে
করো পাঁচমাস গর্ভ সরলার । পুত্র বা কন্যা কিবলো হইবে তাহার ॥
নামের অক্ষর সংখ্যা তিন সরলাতে । গর্ভ পাঁচ মাস পাঁচ যোগ
দাও তাতে ॥ তিনে পাঁচে আট, যোগ দাও পঞ্চান্ন হয় । পঞ্চান্ন

আটেতে তেষটি মোট হয় ॥ আট ভাগ করিলে থাকয় বাকী সাত ।
অতএব সরলার হবে গর্ভপাত ॥

হিসাব :—

৫৫ × সরলা নামের অক্ষর সংখ্যা ৩ + গর্ভের মাস সংখ্যা ৩ = ৬৩
৬৩ ÷ ৮ = ৭, ভাগশেষ, অতএব সরলার গর্ভপাত ।

(২)

যত মাসের গর্ভ নারীর নাম য' অক্ষর ।
যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর ॥
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয় ।
ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয় ॥

(অথাৎ)

গর্ভিনীর নামে অক্ষর সংখ্যা সনে । যে কয় মাসের গর্ভ
তাহাতে মিলনে ॥ যত জন গণনার সময়ে উপস্থিত । অতিরিক্ত
দুই যোগে কর একত্রিত ॥ সাত দিয়া ভাগ করি ভাগশেষ
দেখো । এক, তিন, পাঁচ যদি; পুত্র জেনে রাখ ॥ অন্যরূপ হলে
কন্যা জনমে তাহার । মন দিয়া শুন এই বহন খনার ॥ সাতমাস
গর্ভ যেন ধরে সৌদামিনী । পুত্র না কন্যা তাহা দেখিব বল
গণি ॥ দুইজন অ ছি হেথা তুমি আর আমি । কি হইবে শীঘ্র তবে
বলো দেখি তুমি ॥ চারিটি অক্ষর সৌদামিনী নামে পাই । সাত
মাস গর্ভ, সাতে যোগ করো তাই ॥ আমরা দুজন, দুই যোগ করো
তাতে । অতিরিক্ত দুই পুনঃ হইবে মিলাতে ॥ সর্বশুদ্ধ যোগ ফলে
মিলিল পনেরো । সাত ভাগ করি ত্রক ভাগ শেষ ধরো ॥ অতএব
সৌদামিনী পুত্র পাবে কোলে । খনার এ গণনা ভাই বুঝহ সকপে ।

হিসাব :—

সৌদামিনীর নামের অক্ষর সংখ্যা	৪	চারি ।
গন্ডের মাসের সংখ্যা	৭	সাত ।
শ্রাতা ভূমি আর আমি দুইজন	২	দুই ।
অতিরিক্ত দুই	২	দুই ।
মোট	১৫	পনের ।

$১৫ \times ৭ = ১০৫$ ভাগশেগ ১ এক অতএব পুত্র ।

(৩)

গ্রাম গতিশী ফলে যুতা । তিন দিৱে হরে পুতা
একে স্মৃত ছুয়ে স্মুতা । শূন্য হ'লে গর্ভ মিথ্যা ॥
এ কথা যদি মিথ্যা হয় । সে ছেলে তার বাপের নয় ॥
(অর্থাৎ)

যে গ্রামে বাসন নামাক্ষর যত । গর্ভিণীর নামাক্ষর করহ
মিলিত ॥ প্রশ্নকর্ত্তা যে এক ফলের নাম নেবে । ফলের নামের
যত অক্ষর হইবে ॥ যোগ করি তিন দিয়া করিবে হরণ । হরণান্তে
এক শেরে পুত্রের গণনা ॥ দুই শেষে কন্তা জাত শূন্যে, গর্ভ নয় ।
খনার বচন ইহা জানিও নিশ্চয় ॥ গনণা এ ভুল নাহি হইতে তো
পারে । অন্যথায় সে ছেলেকেজন্ম দেছে পরে ॥ বাণীগ্রামে বাড়ী
নাথ সুভাষিণী তার । প্রশ্ন কর্ত্তা যেন নাম করিল তাহার ॥ বলো
দেখি পুত্র কি কন্যা তাহার হইবে । কেমনেতে প্রশ্নফল জানিতে
পারিবে ॥ বাণী সুভাষিণী আর আতা নামদ্বয় । অক্ষরের সংখ্যা
মোট আটটি তো হয় ॥ তিন দিয়া করো ভাগ দুই বাকি যাব ।
অতএব গর্ভিণীর কন্যা লাভ হবে ॥

বানীগ্রাম, অতএব গ্রামের অক্ষর লংখ্যা	২	ছই ।
সুভাষিণী নামের অক্ষর সংখ্যা	৪	চারি ।
আতা ফলের নামের অক্ষর সংখ্যা	২	ছই ।
মোট	৮	আট ।

$৮ \times ৩ =$, ফাগশেষ ২ ; অতএব সুভাষিণী কন্যা ।

(৪)

নামে মাসে করি এক । তার দ্বিগুণ ক'রে দেখ ॥
সাতে পুরি আটে হরি । সমে পুত্র বিষমে নারী ॥

(অর্থাৎ)

অন্তসত্ত্বা যে রমণী খামাক্ষর যত । যে কয় মাসের গর্ভ
করো একত্রিত ॥ দ্বিগুণ করিয়া তাতে সাত যোগ দিবে
আট দিয়া ভাগ, যেই সমষ্টি করিবে । সম অক্ষ যদ্যপি বাকীতে
থাকে তবে । হবে পুত্র অন্যথায় জন্ম কন্যা হবে ॥ চারি মাস জেনো
গর্ভবতী কাত্যারনী । কি আছে গভেতে তাব বল দেখি গনি ॥
চারিটি অক্ষর কাত্যারনী নামে আছে । মা সংখ্যা চারি তাতে
মিলিত হয়েছে ॥ যোগ করি পাই আট, দ্বিগুণ করিলে ।
যোগ হয় দেখহ তাহার গুণফলে ॥ তাতে সাত যোগ করি
তেইশ হইবে । আট দিয়া ভাগ করো ফল বুঝা যাবে ; বিষম
অক্ষ কো সাত দেখিতেছি বাকী । অতএব কন্যা প্রাপ্ত হবে
বিধুম্বী ।

ধনার বচন ।

৪১

হিসাব :—

কাত্যায়নী নামের অক্ষর সংখ্যা—
মাসের সংখ্যা

৪ চারি।

৪ চারি।

মোট—

৮ আট।

$৮ \times ২ \times = ২৩$, $২৩ \times ৮ = ২$ ভাগশেষ ৭
বিষব অক্ষ (বিজোড়) অতএব কাত্যায়নীর কন্যা হইবে।

(৫)

ফাগুণে রোহিণী যত্নে চাই ।
আগামী বৎসর গণিয়া পাই ॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধন ।

ফাল্গুনে রোহিণী যেই দিন দেখা দিবে । সপ্তমী অষ্টমী তিথি
হলে শস্য হবে ॥ নবমী পড়িলে বন্যা হবে তার ফলে । খড় না
সজাত হুণ দশমী পড়িলে ॥

(৬)

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী, শুন পতির পিতা ।
ভাদ্রেমাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুধাতা ॥
রাজ্য নাশ, গো-নাশ, হয় অগাধ বান ।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে, ফিন্তে না পায় ধান ॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্রে জলমধ্যে যদি ভূমিকম্প হয় । সেবার রাজ্যের মধ্যে

অশুভ নিশ্চয় ॥ গো নাশ ধান্যের নাশ নিশ্চয় জানিবে । হইবে
অগাধ বানি সব ভেসে যাবে ॥

(৭)

শয়ন উখান পাশমোড়া । তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া ॥

দুই ছেলের জন্মতিথি । অষ্টমী নবমী দুটি ॥

পাগলার ছোঁদ পাগলীর আট । এই নিয়ে কাল কাট

(অর্থাৎ)

শয়ন, উখান, আর পর্শে একাদশী । শ্রীরাম নবমী আর
শিবচতুর্দশী ॥ ভীম একাদশী, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী । ধর্ম্মাথেতে
উপবাস করে গিয়া তিনি । এই কর দিনেতে যে উপবাস করে ।
বহু পুণ্যফল সেই লভে লোকান্তরে ॥

(৮)

মধুমাसे ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি ।

খনা কর সে বৎসর হবে শস্যহানি ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্রের ত্রয়োদশ দিবসে যে বৎসর । শনি করে অবস্থান,
হামি তো বিস্তর ॥ শস্য শূন্য বসুন্ধরা দৃষ্ট তবে হয়, । খনার
বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥

(৯)

পাঁচ রবি মাসে পায় । বারা কিংবা ক্ষরায় যায় ॥

(অর্থাৎ)

যে বৎসর এক মাসে পাঁচ যবিবার । অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হয়,
ফলে তার ॥ বড় অলক্ষণ ইহা মঙ্গল কারণ । ব্রাহ্মণ সজ্জনে দান
করত কাঞ্চন ॥

মধুমাঙ্গে,

প্রথম দিবনে,

হয় যেই বার ।

রবি শোষে,

মঙ্গল বর্ষে,

দুর্ভিক্ষ বৃধবার ॥

সোম শুক্র গুরু আর । পৃথিবী না নয় শস্যের ভার ॥
পাঁচ শনি পায় নীনে । শকুনী মাংস না খায় ঘৃণে ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্রের প্রথম দিন রবি যদি হয় । অনাবৃষ্টি সে বৎসর কেবা
করে নয় ॥ মঙ্গল যদি তবে সুবর্ষা হইবে । বৃধবার পড়ে যদি
দুর্ভিক্ষ ঘটবে ॥ সোম শুক্র হলে বহু শস্য তাহে । পাঁচ শনি এক
চৈত্রে মরি মড়কেতে ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

(যাত্রাকালে শুভ লক্ষণ—যাত্রার শুভ ও অশুভ লক্ষণ নির্দেশ
নক্ষত্র গননা ও তিথি গননা—দম্পতির মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু
গননা—জন্মলগ্নের শুভাশুভ—চন্দ্রগ্রহণ ও পরমাণু গননা—প্রশ্ন
গননা ইত্যাদি ।

(১)

শূন্য কলসী শুরু না । শুরু ডালে ডাকে কা ॥

যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা । এক পা ও না বাড়িও বাপা
ডাক বলে এরেও টেলী । যতপি না দেখি সন্মুখে
তেলি ॥

(অর্থাৎ)

যখন কোদ স্থানেতে যাত্রা করিবেক । শূন্য কুস্ত, শুক
নৌকা যদি দেখিবেক ॥ কিম্বা শুক ডালে যদি কাক ডাকে
শুন । ধোপা কিম্বা দেখো কতু খোঁহা লোক কোন ॥ এক পদ
না বাড়াবে, যাইবেক আর । মন দিয়া শুন সব নিষেধ খনার ॥
ডাকি বলে, এর খেয়ে তেলী ভয়ঙ্কর । এদখিলে তাহারে নাহি
হবে অভ্রসর ॥

(২)

ফরা হ'তে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায় ।
আগে হ'তে পিছে ভাল যদি ডাকে যায় ॥
মরা হ'তে জ্যান্ত ভালো, মরতে যদি যাবে ।
বাঁয়ে হ'তে ডাইনে ভালো, ফিরে যদি চাবে ॥
বাঁধা হ'তে খোঁলা ভালো মাথা তুলে চাইলে ।
হাসা হ'তে কাঁদিলে ভালো । বামেতে কাঁদিলে ॥

(অর্থাৎ)

শূন্য কুস্ত যাত্রাকালে ঘটে অমঙ্গল । কিন্তু শুভ তাহাতে
আনিতে গেলে জল । যাত্রাকালে পশ্চাতে ডাকিলে মন্দ ঘটে ॥
মাথায় ডাকিলে কিন্তু শুভ তায় ঘটে ॥ মুমূর্ষ যখন লোক
পদ্মযাত্রা করে । যাত্রাকালে নহে মন্দ দেখিলে তাহারে ॥
খুব ভালো বাম দিকে শৃগাল দর্শন । দক্ষিণে দর্শনে নহে ভালো

কদাচন ॥ কিছু যদি ফিরে চেয়ে যায় যেতে যেতে । দক্ষিণে শূণ্যল
ভালো সেই অবস্থাতে ॥ ছাড়া গরু যেত যেতে নর্শন করিলে ।
বড় অমঙ্গল তাহে, বড় মন্দ ফবে ॥ কিন্তু যদি মুখ তুলে বারেক
দেখিবে । তার চেয়ে শুভ আর কিছুতেই না হবে ॥ যাত্রাকালে
ক্রন্দনের ধ্বনি ভীতকর । বামেতে কাঁদিলে কিন্তু সুখের
আকর ।

(৩)

মঙ্গলের উষা বুধে পা । যেথা ইচ্ছা সেথা যা ।

(অর্থাৎ)

মঙ্গবে নিশি অবসান যেই মাত্র । বুটের প্রারম্ভে যাত্রা
করহ সর্বত্র ॥

(৪)

রবি গুরু মঙ্গলের উষা আর সব ফাসাফুসা ॥

(অর্থাৎ)

রবি, বৃহস্পতি আর কুজের উষায় ॥ নির্ভরে যাইতে পারে ।
বাসনা যেথায় ॥ না দেখিতে হবে শুভক্ষণ এই তিনে । সদা শুভ
জানো ইহা খনার বচনে ।

(৫)

ডাকয়ে পাখী না ছাড়ে বাসা ।

উড়িয়া বৈসে খাবে হেন আশা ॥

ভিরে যায় বাসে না পায় দিশা ।

খনা ডেকে বলে সেই সে উষা ॥

উড়ে পাখী খায় না । তখনি কেন যায় না ।

(অর্থাৎ)

স্বাক্ষিণেশেবে সে সময় বিহঙ্গমকুল । নীড়ে বসি ছাড়ে স্বর
খাইতে বাকুল ॥ উড়িতে বাসনা, নাহি উড়িবার পারে ॥
চারিদিকে তখনো আবৃত অন্ধকারে ॥ যদি উড়ে, ফিরে পুনঃ
হারাইয়া দিশা । খনা বলে, সেই সে সময়, সেই উষা ॥

(৬)

ছাদশ অঙ্গুলি করিয়া । সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি ॥
রবি কুড়ি সোমে ষোল । পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল ॥
বুধ ত্রিগারো বৃহস্পতি বারো । শুক্র চৌদ্দ শনি তের ॥
হাঁচি জেঠি পড়ে যবে । অষ্টগুণ লভ্য হবে ॥

(অর্থাৎ)

সূর্য্যের কিরণে অনাবৃত স্থানে । পোঁত কাঠি ছাদশ
অঙ্গুলী পরিমাণে ॥ দেখে ক' অঙ্গুল পরিমিত ছাড়া পড়ে ।
তা বুঝে করহ যাত্রা এক একবারে ॥ রবিবারে বিশাঙ্গুল পরি-
মিত হলে । ষোড়শ অঙ্গুল সোমবারে যাত্রাকালে ॥ মঙ্গলে
পনরাঙ্গুল, বুধে একাদশ । বৃহস্পতিবারে বারো, শুক্রে ত্রয়োদশ ॥
শনিবারে চতুর্দশ হলে তবে খায় । মনের আনন্দে, শুভফল গিয়া
পাও ॥ যাত্রাকালে হাঁচি জেঠি পড়ে যদি আর । অষ্টগুণ লভ্য
তাহে জানিবে আবার ॥

(৭)

তিথি, বার, স্বনক্ষত্র মাসের যত দিন ।
একত্র করিয়া তারে সাতে কর হীন ॥

এক শুভ দুয়ে লাভ তিনে শত্রুকর ।
 চতুর্থেতে কার্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয় ॥
 ষষ্ঠে মৃত্যু শূন্য হ'লে পায় বহু দুঃখ ।
 খনা বলে যাত্রায় কভু নহে সুখ ॥

(অর্থাৎ)

যে দিন যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিবে । যে তিথি, যে বার
 দিন সংখ্যা যোগ দিবে ॥ আপন জন্মনক্ষত্রে সংখ্যা যত হয় ।
 করহ সমস্ত এক সঙ্গে সমুদয় ॥ সাত দিয়া ভাগ করি দেখো
 তার পর । এক ভাগশেষে শুভ হয় নিরন্তর ॥ দুই হলে লভা
 তার শত্রুকর তিনে । চরি হলে কার্যসিদ্ধি সংশয় পঞ্চমে
 হয় ভাগশেষে মৃত্যু নিকটে তো জানি শূন্যে বহু দুঃখ পায়
 দিবস রজনী ॥ মনে করো চৈত্রমাস চৌদ্দ তার খতে । বুধবার
 যাবে কেহ অষ্টমী তিথিতে ॥ জন্মদাতার অশ্বিনী তাহার কাছে
 জানা । শুভ কি অশুভ করো দেখি তা গননা ॥ মাস সংখ্যা
 একাদশ বার তিথি হিয়ে ॥ তারিখের চৌদ্দ তার নক্ষত্র মিলায়ে ॥
 যোগফল আটত্রিশ পেতেছি যখন । সাত দিয়া কেন বা না
 করিব হরণ ॥ ভাগশেষ তিন অতএব শত্রুকর । এ যাত্রায় অমঙ্গল
 নাহি নিঃসংশয় ॥

হিসাব :—

মাসের সংখ্যা	১১ এগার
তারিখ	১৪ চৌদ্দ
বারের সংখ্যা	৪ চারি

তিথির সাখ্যা

৮ আট

জন্মনক্ষত্র অধিনী সূত্রাং

১ এক ।

মোট

৩৮ আটত্রিশ ।

৩৮ × ৭ = ৫, ভাগশেষ ৩, ফল শুভ শক্রক্ষর !

(৮)

ঘাস নক্ষত্র তিথি যুতা । তা দিবে হরয়ে পুতা ॥
আধারে দশ, আলোতে এগারো । ইহা দিয়া
নক্ষত্র হারো ॥

(অর্থ্যং)

বৈশাখের ষটক নক্ষত্র সে বিশাখা । দ্বৈত্র্য জ্যোষ্ঠা, মাঘে
ঘষা কার্তিকে কৃত্তিকা ॥ ফাল্গুনে পূর্বফল্গুনী চৈত্রে চিত্রা আর ।
পৌষে পুষ্যা অগ্রহায়ণে মৃগশিরায় ॥ ভাদ্রে পূর্বভাদ্রপদ আশ্বিনে
অশ্বিনী ॥ আষাঢ়ের পূর্বষাড়া শ্রাবণে শ্রাবনী ॥ নক্ষত্র গণনা
সাধ যদিপি মতির । ষটক নক্ষত্র অগ্রে করিবেক স্থির ॥ মাসের
ষটক নক্ষত্রের সংখ্যা ফত । তিথি সংখ্যা তার সহ করহ মিলিত
কৃষ্ণপক্ষ হলে দশ যোগ করে পুনঃ ॥ একাদশ শুরুতে করিতে
হবে জেনো ॥ সমষ্টি সাতাশ দিয়া করিবে হরণ । অবশিষ্ট থাকিবে
বা নক্ষত্র গণন ॥ মনে করো বৈশাখের শুরু সপ্তমীতে । কি
নক্ষত্র তাহা হইবে জানিতে ॥ বৈশাখের ষটক বিশাখা, সংখ্যা
ষোল । সপ্তমীর সাত তাহে যোগ দিয়া ফেলে ॥ শুরু পক্ষ
সূত্রাং আর এগারো নাও । একত্র করিয়া মোট, চৌত্রিশ
পাও । পরে সাতাইস দিয়া ভাগ ভাবে করো । বাকী সাত পুন-
র্বিষু নক্ষত্র সে ধরো ॥

হিসাব :-

বৈশাখের ষটক বিশাখার সংখ্যা	১৬	যোল
সপ্তমী তিথির	৭	সাত ।
শুদ্ধপক্ষ হেতু অতিরিক্ত	১১	এগার ।
	মোট	৩৪
		চৌত্রিশ ।

$৩৪ \times ২৭ = ৯১৮$ ভাগশেষ, অতএব পুনর্কক্ষ নক্ষত্র ।

(৯)

শ্রাবণ ছাগলা বৃষে চাঁদা । মিত্থনে পুরিয়ে বেদা ॥
সিংহে বসু করকি বসে । আর সব পূজিবে দ্বাদশে ॥

(অর্থাৎ)

বৎসরের প্রথমেতে যে তিথি হইবে । মাসের যে তারিখের
তিথিটি জানিবে ॥ করহ একত্র পরে বৈশাখ হইলে । শূন্য সংখ্যা
যোগ তাতে করো তাহা হলে ॥ জ্যৈষ্ঠ হলে এক, আষাঢ়েতে
সংখ্যা চার । ভাদ্র মাসেতে আট সঙ্কেত তাহার ॥ অন্যান্য
মত তাহার দশ সবে দিবে । এইরূপে যোগ করি সমষ্টি যা হবে ॥
প্রতিপদ হতে তিথি আছয় হে যত । এক হতে তিরিশ যাবৎ গণ
কত ॥ বর্ষের প্রথম দিন যে পক্ষেতে রয় । সেই পক্ষ ধরি
ভাবে তিথির নির্ণয় ॥ পহেলা বৈশাখ কৃষ্ণ সপ্তমী আছিল । দশই
ভাদ্রেতে বল কি তিথি হইল ॥ প্রথম দিনের সপ্তমীর সংখ্যা
সাত । দশই ভাদ্রের দশ সংখ্যা কর পাত ॥ সাতের দশে সতের
একুনে যদি পাই । ভাদ্রমাস হেতু আট যোগ তাতে চাই ॥
একুনে পঁচিশ পুনঃ হইল এবার । পক্ষের পনের বাদে দশ

[৫]

থাকে আর ॥ উত্তর দশমী তিথি বুঝ মতিমান খনার বচন
ইহা নাহি হয় আন ॥ প্রথম বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষেতে আছিল ॥ শুক্র-
পক্ষীয় দশমী কাজেই হইল ॥ কৃষ্ণপক্ষের পনেরো দিন দিছি
বাদ । শুক্রপক্ষ সূত্রাং কি তার প্রমাদ ॥

ছাগলায় মেয় বুঝি বৈশাখের মাসে । খালি অর্থে শূন্য বুঝি
ছোঁঠ বুঝি বৃষে ॥ চাঁদা এক মিথুন আষাঢ় বেদা চার । সিংহ
অর্থ ভাদ্র, বসু আট, বুঝ সার ॥

হিসাব :-

প্রথম দিনের সপ্তমীর সঙ্খ্যা	৭	সাত ।
দশই ভাদ্রের	১০	দশ ।
ভাদ্রমাস হেতু অতিরিক্ত	৮	আট ।
	মোট	২৫ পঁচিশ ।

২৫ — কৃষ্ণপক্ষীয় ১৪ দিবস = ১০, অতএব শুক্রপক্ষীয় দশমী
উত্তর ।

(১০)

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা । নামেই করি সমতা ॥
তিন দিয়ে হরে আন । তাহে মরা বাঁচা জান ॥
একে শূন্য মরে পতি । দুই রহিলে মরে যুবতী ॥

(অর্থাৎ)

দক্ষ, তীর মধ্যে মরে কে আগে কে পিছে । শূন্য জানিতে
নাথ যাহার হ'য়েছে ॥ উত্তরের নামের অক্ষর সঙ্খ্যা দুনো ।
চতুগুণ মাত্রা, নাহি কম হয় যেন ॥ একত্র করিয়া তিন দিয়া

আন হরে । ভাগশেষ এক হলে পতি আগে মরে ॥ দুই যদি
রম, স্ত্রীর মৃত্যু আগে হয় । খনার বচন মিথ্যা ইহবার নয় ॥
পতি রামানন্দ যেন, স্ত্রী হরভাবিনী । কে আগে মরিবে ভবে
বল দেখি শুনি ॥ অক্ষরের সংখ্যা নয় দ্বিগুণ আঠার । মাত্রা
পাঁচ মোটে চতুগুণ বিষ ধর ॥ আঠার বিশেষে আটত্রিশ তো
হয় । তিন দিয়া ভাগ করো দুই বাকী নয় ॥ অতএব অগ্রে হবে
পত্নীর মরণ । অকাট্য এ জেনো মনে খনার বচন ॥

হিসাব :—

রামানন্দ × হরভাবিনী = নয়টি অক্ষর দ্বিগুণ করিয়া ১৮ আঠারো ।
আ × আ × ই ঈ পাঁচ মাত্রা চতুগুণ করিয়া ২০ বিশ ।

মোট ০ ৩৮ আটত্রিশ ।

১৮ × ৩ = ১২, ভাগশেষ, অতএব পত্নী অগ্রে মরিবে ।

(১১)

সূর্য্য কুর্জ্জ রাহু মিলে । গাছের দড়ি বন্ধন গলে ॥
যদি রাখে ত্রিদশ নাথ । তবু সে খায় নীচের ভাড ॥

(অর্থাৎ)

জন্মগত সূর্য্য কুর্জ্জ রাহু মিলে বার । নিঃসংশয় উদ্বন্ধনে মৃত্যু
হয় তার ॥ (দেবরাজ ইন্দ্রও বদ্যপি রক্ষা করে । তথাপি নীচের
অন্ন খেতে হবে তারে ॥) ছুঃখের তাহার নাহি অবধি থাকিবে ।
এমনি ছুঃখেতে সেই কাল কাটাইবে ।

(১২)

খনা কয় বরাহেরে কোন লগ্ন দেখে
লগ্নের সপ্তম ঘরে এহ কোন এক ॥

আছে শনি সপ্তম ঘরে । অবশ্য তারে খোঁড়া করে ॥
 থাকয় রবি ভ্রমায় ভূখণ্ড । চন্দ্র থাকয় করে নবখণ্ড ॥
 মঙ্গল থাকে করে খণ্ডখণ্ড । অস্ত্রাঘাতে যায় তারমুণ্ড ॥
 থাকে বুধ বিষয় করায় । গুরুশুক্রে থাকে বহুধনপায় ॥
 লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা । লগ্নে দি ভানুতনুজা ॥
 লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ ।
 মরে জননী পীড়ে বাপ ॥

(অর্থাৎ)

লগ্নের সপ্তম ঘরে থাকে যদি শনি । অবশ্য খোঁড়া সে হয়,
 স্থির ইহা জানি ॥ রবি যদি সপ্তমেতে পর্যটক হবে । উদাসীন
 প্রায় সেই পৃথিবী ঘুরিবে ॥ থাকে শশী রাজদণ্ড করিবে ধারণ ।
 মঙ্গল সপ্তমে অস্ত্রে যাইবে জীবন ॥ বুধ যায় রম্পত্তি বিস্তর তার
 হবে । গুরু শুক্রে সপ্তমেতে বহু ধন দিবে ॥ কতু ভালো কতু
 মন্দ লগ্নে থাকে শনি । অবস্থা বিশেষ তার ব্যবস্থাতে জানি ॥
 সপ্তমে অষ্টমে কিম্বা থাকে কেতু রাহু । মরে মাতা পিতা তার
 পায় দুঃখ বহু ॥

(১৩)

যে যে মাসে যে যে রাশি । তার সপ্তমে থাকে শশী ॥
 সেই দিনে হয় পৌর্ণমাসী । অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী ॥
 দুই তিন পাঁচ ছয় । একাদশে দেহিতে হয় ॥

(অর্থাৎ)

মেঘ বৈশাখের রাশি বৃষ সে জ্যৈষ্ঠের । আষাঢ়ের মিথুন
 কর্কট শ্রাবণের ॥ ভাদ্রে সিংহরাশি জানা; কন্বা সে আশ্বিনে ।

খনার-বচন ।

৫৩

কার্তিকের তুলা বৃশ্চিক অভয়াসন ॥ মাঘ মাসে মকর রাশির
অধিকার । ফাল্গুনের কুম্ভ, মীন চৈত্র জানো সার ॥ যে রাশির
মাস চন্দ্র সে রাশি হইতে । থাকে যদি দেখো ইহা সপ্তম
যরেতে ॥ সেই পূর্ণিমায় হবে চন্দ্রের গ্রহণ । নিশ্চয় কে হেন নর
করয়ে বারণ ॥ দ্বিতীয় তৃতীয় চন্দ্র হইবে বার । পঞ্চম কি বষ্ট
কিষা একাদশ আর ॥ সেই সেইবার দেখিবেক সে গ্রহণ । অস্তে
কদাচন নাহি করিবে দর্শন ।

(১৪)

কিসের তিথি কিসের বার । জন্ম নক্ষত্র করো সার ॥
কি করো শ্বশুর মতীমান । পলকে জীবন যাবে যে দিন

(অর্থাৎ)

যে নক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হইবে সে হাস্যানন । তদবধি বাকী তার যত
পরিমাণ ॥ প্রতি পলে বারো দিন ধরিয়া তাহাব । পাবে আয়ু
নহে মিথ্যা বচন খনার ॥ মনে করো দশ দণ্ড মাত্র আব আছে ।
বিশাখা নক্ষত্রে এক বাউক জন্মেছে ॥ ষাট পলে এক দণ্ডে,
পুরো দশ, ষাটে । গুণফল ছয়শত বটে কিনা বটে ॥ প্রতি
পল বারো দিন বারো দিয়া পুরো । সাত হাজার ছ,শত গুণফল
ধরো ॥ গড় তিনশত ষাটি দিন বৎসরেতে । বিশ বৎসর পিশু
জীয়েবে ধরাতে ॥

৬০ পলে এক দণ্ড ; অতএব $১০ \times ৬ = ৬০০$ পল ।

প্রতি পলে বারো দিন ; অতএব $৬০ \times ১২ = ৭২০০$ দিন ।

৩৬০ দিনে বৎসর ; $৭২০০ \times ৩৬০ = ২০$ ।

২০ বৎসর বালকের পরমাযু হইবে ।

(১৫)

সাত পাঁচ তিন কুশল বাত। নিয়ে একে হাতে হাত ॥
কি ক'রবে ছটে চটে। কার্য নাশ ছুয়ে আটে ॥

(অর্থঃ)

প্রসূকর্তা শ্রোতা দুজনের নামাক্ষর। তিথি দিন বার সংখ্যা
একত্রিত কর ॥ নক্ষত্রের সংখ্যা শূন্য যোগ তার দিক্কা।
কত বাকী দেখ দেশ বিভাগ করিয়া ॥ সাত পাঁচ তিন
যদি থাকে ভাগশেষ। যংবাদ মঙ্গল তার জানিবে বিশেষ ॥
এক কিছা নয় যদি বাকী থাকিবেক। অচিরে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত
হইবেক ॥ ছয় চারি অবশেষে বুঝিবে বিফল। দুই আটে
কার্য নষ্ট হইবে সকল ॥ পরমেশ জিজ্ঞাসিল শ্রীনন্দনন্দনে।
কার্য মন শুভ কি অশুভ দেহ গণে ॥ দোসরা বৈশাখ, তিথি
প্রতিপদ জেনো। অশ্বিনী নক্ষত্র সোমবার আর গণে ॥ নামের
অক্ষর সংখ্যা দশ দু'জনার। যোগ দাও মাস তিথি তার আর
বার ॥ মাস এক তিথি এক তার এক পাই। বার দুই একুনেতে
পাঁচ সংখ্যা ভাই ॥ নামাক্ষর সংখ্যা দশে যোগ ইহা করো।
যোগফল তাহণেই হইল পনেরো ॥ দশ দিয়া পনেরোর করিলে
হরণ। ভাগশেষ পাঁচ, হ'লো করহ দর্শন ॥ অতএব যংবাদ
মঙ্গল,—কার্য শুভ। ইহাতে নিশ্চয় কিছু হইবেক সত্য ॥

হিসাব :—

পরমেশ ও শ্রীনন্দনন্দনের অক্ষর সংখ্যা	১০ দশ।
মাস বৈশাখ ; অতএব	১ এক।
তিথি প্রতিপদ ; অতএব	১ এক।
নক্ষত্র অশ্বিনী ; অতএব	১ এক।
সোমবার ; অতএব	২ দুই।

মোট

১৫ পনেরো।

১৫ + ১০ = ভাগশেষ ৫ ; অতএব শুভ।

পরিশিষ্ট ।

—:~:—

(১)

স্ত্রীজাতির আদ্য ঋতুর বার ফল ।
রবিতে বিধবা হয় সোমে পতিব্রতা ।
মঙ্গলেতে বেষ্টা, বুধে সৌভাগ্য সংযুক্তা ॥
বৃহস্পতিবারে স্বামী লক্ষ্মীমন্ত হয় ।
শুক্রেবারে বহুমুত্র, দীর্ঘজীবী রয় ॥
শনিবারে হ'লে, বন্ধ্যা জ্যোতিষের মতে ।
অতএব লিখি, দোষ কাটিবে যাহাতে ॥
গো কাঞ্চন ভূমি কিম্বা ধান্য দিবে দান ।
শান্তি হবে, হবে শুভ্র এই ত বিধান ॥

(২)

• স্ত্রীজাতির আদ্য ঋতুর বার ফল ।
ত্রিপুর্কবা ভরণী আদ্য ফলিতে বিধবা ।
মেঘে শোক পুনর্কবস্থ বন্ধকী জানিবা ॥
কুন্তিকা অথবা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে ।
দরিদ্র নিশ্চয় ইহা জ্যোতিষেতে বলে ॥

(৩)

স্ত্রীজাতির আদ্য ঋতুর মাসফল ।
• জ্যেষ্ঠেতে বিধবা হয় আষাঢ়েতে ধনী ।
শ্রাবণেতে, ভাদ্রেতে রোগিনী ॥
অশ্বিনেতে মৃতপত্যা হইবে কামিনী ।
কার্তিকেতে ঋতুমতী স্বকুললাগিনী ॥

- মার্গশীর্ষে ঋতু যার হয় ধর্মশীলা ।
পৌষেতে হইলে ঋতু রতিতে বিহ্বলা ॥
মাঘে পতিব্রতা নারী হইলে ঋতুমতী ।
ফাল্গুনে হইলে ঋতু বহু পুত্রবতী ॥
মদনোন্মাদিনী হয়, হইলে চৈত্রেতে ।
সুপ্রিয়বাদিনী যার ঋতু বৈশাখেতে ॥

(৪)

হাঁচি টিকটিকীর ফল ।

শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে ।
বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে ॥
এই সপ্ত কর্ম্মে হাঁচি আদি সুশোভন ।
অন্য কর্ম্মে শুভ নাহি হয় কদাচন ॥

বৃদ্ধা বা শিশু অথবা কফের যে হাঁচি ।
যত্নপূর্ব্বকের হাঁচি কদাচ না বাছি ॥
গোধনের হাঁচি হয় নিধন করণ ।
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ ॥
দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি ।
উর্দ্ধভাগে হৈলে ধন ভোগ কার্য্যসিদ্ধি ॥
পূর্ব্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয় ।
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয় ॥
নৈঋতে কলহ লাভ পশ্চিমেতে ভাব ।
বায়ুকোণে নববস্ত্র গন্ধ জয়লাভ ॥
উত্তরে টিকটিকি হাঁচি স্ত্রীলাভ কারণ ।
ঈর্শানে হইলে মৃত্যু কে করে বারণ ॥

খনার-বচন ।

(৫)

গ্রহফল ।

(রবি)

জন্মস্থ হইলে রবি শত্রু বুদ্ধিকর ।
দ্বিতীয় হইলে বন্ধু বিচ্ছেদ তৎপর ॥
চতুর্থে ক্রমিক দুঃখ তৃতীয়ে আশ্রয় ।
পঞ্চমে থাকিলে রবি মিত্র হানি হয় ॥
ষষ্ঠে ধনলাভ করে অনিষ্ট সপ্তমেতে ।
অষ্টমেতে অপমান শোক নবমেতে ॥
দশমে প্রাধান্য আর হয় কার্য্য-সিদ্ধি ।
একাদশে রবি করে সৌভাগ্যের বুদ্ধি ॥
দ্বাদশেতে বধ আর বন্ধনের ভয় ।
রবি সঞ্চারের ফল জ্যোতিষেতে কয় ॥

(চন্দ্র)

মিষ্টান্ন ভোজন চন্দ্র জন্মস্থ থাকিলে ।
ক্লেশ দেন শশধর দ্বিতীয় হইলে ॥
তৃতীয়েতে শত্রুনাশ করে শশধর ।
চতুর্থে চন্দ্রের ফলে পীড়য়ে উদর ॥
পঞ্চমে সৌভাগ্য ষষ্ঠে লাভ ধনধান্য ।
সপ্তমেতে বধ আর স্ত্রীলাভের জন্ম ॥
অষ্টমে চক্ষুর পীড়া নবমেতে ত্রাস ।
দশমেতে কার্য্যসিদ্ধি না করে নিরাশ ॥
একাদশে মান কিস্বা হয় খোদয় ।
দ্বাদশেতে শশধরে সদা করে ভয় ॥

(মঙ্গল)

জন্মস্থ মঙ্গলে বড় শত্রুভয় ।

দ্বিতীয়ে থাকিলে তার হয় ধনক্ষয় ॥

তৃতীয়েতে কার্য্যসিদ্ধ চতুর্থে বৈরিতা ।

পঞ্চমে মরণ, ষষ্ঠে বহু ধনযুতা ॥

অষ্টমেস্তে অস্রাঘাত, শোক সপ্তমেতে ।

নবমেতে মঙ্গল কার্য্য হানি জ্যোতিষেতে ॥

দশমে হইলে তার বাড়ায় সুখ্যাতি ।

একাদশে করে নানা সুখেতে বসতি ॥

দ্বাদশেতে মরণ কেবা করে নিবারণ ।

জ্যোতিষ প্রমাণে এই কহি বিবরণ ॥

(বুধ)

জন্মস্থ হইলে বুধ করায় বন্ধন ।

শাস্ত্রে বলে দ্বিতীয়ে থাকিলে দেন ধন ॥

অপমান তৃতীয়ে, চতুর্থে কার্য্যসিদ্ধি ।

পঞ্চমেতে দুঃখ হয় বুঝাই সুবুদ্ধি ॥

ষষ্ঠে ভূমিলাভ সপ্তমেতে পীড়া দেহে ।

ধনলাভ করে বুধ অষ্টমেতে রহে ॥

নবমে পীড়ায় মরে বহু সুখ দশে ।

একাদশে ধনলাভ, ধৈরজ দ্বাদশে ॥

(বৃহস্পতি)

বৃহস্পতি জন্মস্থ কেবল ভয় দিতে ।

দ্বিতীয়ে অশুল ধন, ক্রেশ তৃতীয়েতে ॥

বুদ্ধি নাশ করে গুরু থাকে চতুর্থেতে ।

পঞ্চমেতে পরম সুখ কহে জ্যোতিষেতে ॥

খনার-বচন ।

৫৩

আশুভদায়ক গুরু রহিলেন ষষ্ঠেতে ।
রাজপুত্র পায় নর যদি সপ্তমেতে ॥
অষ্টমেতে বৃহস্পতি নাশিবেক ধন ।
ধনবৃদ্ধি নবমেতে জ্যোতিষ বচন ॥
দশমে প্রণয়ভঙ্গ করে বৃহস্পতি ।
ধনলাভ একাদশে যদি তার স্থিতি ॥
দ্বাদশেতে দেবে পীড়া গুরু তো নিশ্চয় ।
গুরু-ফলাফল ইহা জ্যোতিষেতে কর ॥

(শুক্র)

জন্মস্থ শুক্রেতে ধনঞ্জয় করে জানি ।
ধনলাভ দ্বিতীয়ে লোক ধনী ॥
চতুর্থেতে ধনলাভ পুত্র শক্রমেতে ।
শক্রবৃদ্ধি করে শুক্র, যাহার ষষ্ঠেতে ॥
সপ্তমেতে শোক কার্য সিদ্ধি সে অষ্টমে ।
বস্ত্রলাভ করে নানা যদিপি নবমে ॥
অশুভ বড়ই শুক্র দশমে থাকিলে ।
একাদশে ধনলাভ জ্যোতিষেতে বলে ।
পরমায়ু বৃদ্ধি করে দ্বাদশে ভার্গব ।
শুক্র ফলাফল এই শুন লোক সব ॥

(শনি)

জন্মস্থ হইলে শনি বিত্ত তার নাশে ।
দ্বিতীয়েতে নানা কষ্ট দিবে তো মানসে ॥
তৃতীয়েতে শক্র নাশ করিবেক শনি ।
চতুর্থেতে শক্রবৃদ্ধি নিশ্চয় জানি ॥

ধনার-বচন ।

পুত্রবৃদ্ধি পঞ্চমে, বর্ষেতে কার্য্য সিদ্ধি ।
সপ্তমেতে দোষ নানা বুঝহ সুবুদ্ধি ॥
পীড়া দিবে অষ্টমে নবমে ধনক্ষয় ।
দশমে সুখ্যাতি লাভ জ্যোতিষেতে কর ॥
একাদশে বহুধন, অনর্থ দ্বাদশে ।
ধনার বচন ভাই জ্যোতিষ প্রকাশে ॥

(রাহু কেতু)

জন্ম স্থানে থাকে যদি ধনঞ্জয় হেতু ।
প্রবাসে খাটার দ্বিতীয়েতে রাহু কেতু ॥
নানা বস্তু লাভ হয় তৃতীয়ে থাকিলে ।
চতুর্থেতে পীড়াদায়ী জ্যোতিষেতে বলে ॥
পঞ্চমে থাকিলে মনে পায় নানা সুখ ।
সপ্তমেতে অগ্নিভয় বর্ষে মহাসুখ ॥
অষ্টমে মরণ ভয় নবমেতে লাজ ।
সুখ্যাতির বৃদ্ধি জান দশমের কাজ ॥
সুখোদয় অশেষ থাকিলে একাদশে ।
জ্যোতিষেতে কথা, নানা কর্ত সে দ্বাদশ ॥

সমাপ্ত

১৫ নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

“নিউ-ভিক্টোরিয়া প্রেস” হইতে

শ্রীভূপতি চরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ।

